গুনাহ থেকে বাঁচার উপায়

মুফতি আবদুল গফ্ফার দা. বা.

গুনাহ থেকে বাঁচার উপায়

বয়ান

মুফতী আবদুল গফফার দা. বা.

খলীফা

আরিফ বিল্লাহ শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার সাহেব রহ. করাচী

শাইখুল হাদীস

মাদরাসা বাইতুল উলূম, ঢালকানগর, ঢাকা

মুহতামিম

কাসিমুল উলূম ইসলামিয়া মাদরাসা, নগরকান্দা, ফরিদপুর

সংকলন

উম্মে মাশকুর

আশ্‌রাফী বুক ডিপো

ইসলামী টাওয়ার, ১১, বাংলাবাজার, ঢাকা।

গুনাহ্ থেকে বাঁচার উপায়
মুফতী আবদুল গফফার দা. বা.

- সংকলন ➧ উম্মে মাশকুর
- প্রথম প্রকাশ ➧ জুন ২০১৬ ইং
- ষষ্ঠ মুদ্রণ ➧ জানুয়ারি ২০২০ ইং
- গ্রন্থস্বত্ব ➧ আশরাফী বুক ডিপো
- প্রচ্ছদ ➧ আবুল ফাতাহ মুন্না
- বর্ণবিন্যাস ➧ এম. হক কম্পিউটার্স
- প্রকাশনায় ➧ আশ্‌রাফী বুক ডিপো

পরিবেশনায়

মাশকুর প্রকাশনী
ঢালকানগর, ঢাকা

কুতুবখানায়ে রশীদিয়া
ইসলামী টাওয়ার, ১১, বাংলাবাজার, ঢাকা।
মোবা ০১৯১১-২৯০১৩২, ০১৭১০-২৯০১৩২

মূল্য ঃ ৬০/- (ষাট টাকা মাত্র)

অগ্রকথা

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد.

অগণিত শোকর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের যিনি গুনাহগার বান্দাদের জন্যও ফিরিশতাদের চেয়ে বেশি মর্যাদাশীল হওয়ার সুযোগ রেখেছেন! আল্লাহ তা'আলা কাউকে নেক কাজ করে যেমনি নির্ভীক হতে নিষেধ করেছেন তেমনি কারো থেকে গুনাহ হলে নিরাশ হতেও নিষেধ করেছেন।

وَلَا تَايْئَسُوْا مِن رَّوْحِ اللّٰهِ إِنَّهُ لَا يَايْئَسُ مِن رَّوْحِ اللّٰهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُوْنَ. (سورة يوسف : ٨٧)

এইজন্য আমি যত বড় গুনাহগার হই না কেন আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া যাবে না। সুতরাং আল্লাহর রহমত হাসিল করে কিভাবে প্রকৃত মুত্তাকী হবো এবং নিজের আচার-ব্যবহার সুন্দর করে পূর্ণ ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করে কিভাবে ফিরিশতাদের চেয়ে বেশি মর্যাদাশীল হবো? এ বিষয়গুলো সহজ ভাষায় উম্মতের সামনে ৪ ও ১০ ই সেপ্টেম্বর ২০১৪ ঈ. তারিখে রেলস্টেশন মসজিদে পৃথক দু'টি বয়ানে পেশ করেছেন, শাইখুল আরব ওয়াল আজম, রুমীয়ে যামানা, আরিফ বিল্লাহ শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার সাহেব রহ. এর বিশিষ্ট খলীফা, মাদরাসা বাইতুল উলূম ঢালকানগর এর স্বনামধন্য শাইখুল হাদীস, কাসিমুল উলূম ইসলামিয়া মাদরাসা নগরকান্দা এর সুযোগ্য মুহতামিম, নগরকান্দাস্থ খানকায়ে এমদাদিয়া আশরাফিয়ার মুহতারাম নাযিম, **হযরত হাফেয মাওলানা মুফতী আবদুল গফফার সাহেব** দা. বা.। আল্লাহ তাআলা হযরতকে সিহ্হাত, আ'ফিয়াত ও তাঁর রেযামন্দীর সাথে সুদীর্ঘ হায়াতে তয়্যিবাহ দান করুন এবং উভয় জগতে উত্তম প্রতিদান দান করুন আমীন!

হযরতের বয়ানগুলো পাঠকের হাতে তুলে দেয়ার জন্য হযরতের মুহতারামা জীবনসঙ্গিনী নিজের মূল্যবান সময় দিয়ে হযরতের বিভিন্ন বয়ানের পান্ডুলিপি তৈরি করাসহ পুস্তিকা আকারে প্রস্তুত করার সার্বিক নির্বাহ করে থাকেন। আল্লাহ তাআলা মুহতারামাকে সিহ্হাত ও আ'ফিয়াতের সাথে সুদীর্ঘ নেক হায়াত দান করুন আমীন!

প্রিয় পাঠক! আমরা যথাসাধ্য সুন্দর ও নির্ভুল করার চেষ্টা করেছি, তা সত্ত্বেও অনেক ভুল থাকা স্বাভাবিক, উক্ত ভুলগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার আবেদন রইলো।

দয়াময় আল্লাহ যদি পরকালে নাজাতের অসিলা হিসাবে সংকলনটি কবুল করেন তবেই আমাদের চেষ্টা সার্থক হবে। যারা এই পুস্তিকাটি সংকলনে সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ পাঠকসহ আমাদের ও তাদের সকলের জন্য এটিকে সদকায়ে জারিয়া এবং উভয় জগতের কামিয়াবীর অসিলা বানিয়ে দিন। আমীন!

বিনীত

রুহুল আমীন
কাসিমুল উলূম ইসলামিয়া মাদরাসা
জুঙ্গুরদী, নগরকান্দা, ফরিদপুর

২৭/০৮/১৪৩৭ হি.
০৪/০৬/২০১৬ ঈ.

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম বয়ান

দ্বিতীয় বয়ান

الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلى الله تعالى عليه وعلى أله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

﴿ فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. ﴾[১] (و قال الله تعالى:) ﴿ وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَّآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. ﴾[২]

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ التَّقْوٰى حَتّٰى يَدَعَ مَا حَاكَ فِي الصَّدْرِ.[৩] آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العلمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.

নিরাশ হওয়া কবীরা গুনাহ

আমি আপনি গুনাহ করলে আল্লাহর বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয় না। এইজন্য হাদীসে কুদ্‌সীর মধ্যে এসেছে, হে আমার বান্দারা! তোমরা গুনাহ করে আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর নেকি করে আমার কোন উপকার করতে পারবে না। তোমরা যত গুনাহই কর আমি তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দিবো। তোমরা যখন আমার কাছে ক্ষমা চাবে আমি তখন তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবো। এইজন্য আল্লাহর নাম 'তাওয়াব' যিনি বারবার তাওবা কবুল করেন।

আল্লাহ যে ক্ষমাশীল এটা বুঝানোর জন্য কুরআনের মধ্যে তিন ধরনের গুণবাচক নাম উল্লেখ আছে, এক. গাফির। দুই. গফুর। তিন. গফ্‌ফার। গাফির অর্থঃ ক্ষমাকারী। আর গফুর অর্থঃ যিনি সবসময় ক্ষমা করেন। আর

---

১. সূরা শামস, আয়াত নং- ৮, ৯, ১০

২. সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত নং- ১৭

৩. বুখারী শরীফ ১/১১ (কিতাবুল ঈমান)

গফ্‌ফার অর্থঃ বড় ক্ষমাকারী। একজন লোক একটা গুনাহ করেছে আল্লাহ তার জন্য গাফির। আরেকজন বারবার গুনাহ করে আল্লাহ তার জন্য গফুর। আরেকজন বড় বড় গুনাহ করে আল্লাহ তার জন্য গফ্‌ফার। আল্লাহ ক্ষমাশীল। তাই আমি যত বড় গুনাহগার হই না কেন নিরাশ হওয়া কবীরা গুনাহ। কারণ নিরাশ হলে গুনাহ আরো বাড়বে। আর নিরাশ হওয়া এত বড় কবীরা গুনাহ যে, এই নিরাশাই তাকে কুফ্‌রী পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَايْئَسُوْا مِن رَّوْحِ اللّٰهِ إِنَّهٗ لَا يَايْئَسُ مِن رَّوْحِ اللّٰهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُوْنَ. [৪]

তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় একমাত্র কাফের সম্প্রদায়। এই জন্য আমি যত বড় গুনাহগার হই না কেন আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হওয়া চাই। আমার হযরত বড় আশার কবিতা বলেছেন,

مایوس نہ ہو اہل زمیں اپنی خطا سے ☆ تقدیر بدل جاتی ہے مضطر کی دعاء سے

হে জমিনবাসী! নিজের গুনাহের কারণে নিরাশ হয়ো না। কারণ গুনাহগার যখন অস্থির হয়ে দু'আ শুরু করে তখন তার এই দু'আর বরকতে ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে যায়। এই জন্য নিরাশ না হওয়া চাই।

মানুষের দ্বারা গুনাহ হয় কেন?

বাকি গুনাহ হয় কেন? এক হাদীসের মধ্যে এসেছে,

لَوْلَمْ تُذْنِبُوْا لَذَهَبَ اللّٰهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُوْنَ فَيَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ. [৫]

যদি তোমরা গুনাহ না করতে তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে দুনিয়া থেকে নিয়ে যেতেন। এরপর এমন এক জাতি দুনিয়ায় প্রেরণ করতেন যারা গুনাহ করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। এই হাদীস দ্বারা গুনাহের উপর উদ্বুদ্ধ করা উদ্দেশ্য না বরং গুনাহ করে নিরাশ না হওয়ার উপর উদ্বুদ্ধ করা উদ্দেশ্য।

---

৪. সূরা ইউসুফ, আয়াত নং-৮৭

৫. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৭১৪১

গুনাহ থেকে বাঁচার যোগ্যতা সকলেরই আছে

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সৃষ্টিগতভাবে আমাদের সকলের মধ্যে গুনাহ করার যোগ্যতা দিয়েছেন আবার সাথে সাথে গুনাহ্ থেকে বাঁচার যোগ্যতাও দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, ﴿ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴾[৬] অর্থঃ অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও তার সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। তো আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকের মধ্যে গুনাহ করার যোগ্যতা দিয়েছেন এবং গুনাহ থেকে বাঁচার যোগ্যতাও দিয়েছেন। বাকি উভয় যোগ্যতা দিয়ে আল্লাহ যখন আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন তখন গুনাহমুক্ত অবস্থায় পাঠিয়েছেন, নিষ্পাপ অবস্থায় পাঠিয়েছেন। কিন্তু যোগ্যতা দিয়েছেন উভয়টার।

যেমন মনে করেন, চোখের দ্বারা কু-দৃষ্টি করার যোগ্যতা আমাদের আছে আবার কু-দৃষ্টি থেকে বাঁচার যোগ্যতাও আমাদের আছে। কানের দ্বারা গান শোনার যোগ্যতা আমাদের আছে এবং না শোনার যোগ্যতাও আমাদের আছে। দিলের দ্বারা অহংকার করার যোগ্যতা আমাদের আছে এবং অহংকার থেকে বেঁচে থাকার যোগ্যতাও আছে। এমনিভাবে আমাদের মধ্যে রিয়ার যোগ্যতাও আছে আবার রিয়া থেকে বেঁচে থাকার যোগ্যতাও আছে। অপকর্ম করার যোগ্যতাও আছে আবার অপকর্ম থেকে বাঁচার যোগ্যতাও আছে। মোটকথা সব ধরনের গুনাহ করার যোগ্যতা আল্লাহ আমাদের মধ্যে দিয়েছেন। আবার সব ধরনের গুনাহ থেকে বাঁচার যোগ্যতাও আমাদেরকে দিয়েছেন। যদি শুধু নেকি করার যোগ্যতা দিতেন তাহলে মাফ চাওয়ার ভেজালই শেষ হয়ে যেত।

ফিরিশতাদের চেয়েও বেশি মর্যাদাশালী কীভাবে হবো?

ভাই! যদি আমাদের মধ্যে গুনাহ করার যোগ্যতাই না থাকত তাহলে ফিরিশতাদের থেকে উপরে উঠার যোগ্যতা আমাদের মধ্যে থাকত না। কারণ নেকি করার যোগ্যতা ফিরিশতাদের মধ্যেও আছে। তারা শুধু নেকি করে। তাদের নেকির পরিমাণ আমাদের থেকে বেশি। কারণ আমরা চব্বিশ ঘণ্টা নেকি করি না কিন্তু ফিরিশতারা চব্বিশ ঘণ্টা নেকি করে। আমাদের উযু ভাঙ্গে কিন্তু ফিরিশতাদের উযু ভাঙ্গে না। আমাদের বাথরুমে যাওয়া লাগে কিন্তু ফিরিশতাদের বাথরুমে যাওয়া লাগে না। আমাদের খানা খাওয়া লাগে কিন্তু ফিরিশতাদের খানা খাওয়া লাগে না। এমনিভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য চাকরি ইত্যাদি। একজন নেককার মানুষ চব্বিশ ঘণ্টা নেকি করতে পারে না কিন্তু ফিরিশতারা চব্বিশ ঘণ্টা নেকি

---

৬. সূরা আশ-শাম্‌সু, আয়াত নং-৮

করতে পারে। আমরা মাঝে মাঝে নেকি করি তাও মাত্র ষাট থেকে সত্তর বছর আর ফিরিশতারা নেকি করে লক্ষ লক্ষ বছর। তো নেকির দিক দিয়ে ফিরিশতাদের উর্ধ্বে যাওয়ার কোন সুযোগ আমাদের নেই। এই জন্য আল্লাহ আমাদের মধ্যে গুনাহের যোগ্যতা দিয়েছেন যেই যোগ্যতা ফিরিশতাদের মধ্যে নেই।

আল্লাহ বলেন, **এক নম্বর,** আমি তোমাদের মধ্যে গুনাহের যোগ্যতা দিয়েছি, গুনাহের চাহিদাও দিয়েছি, গুনাহের সুযোগও দিয়েছি এরপর বলেছি, তোমরা গুনাহ করবে না। এর নামই গুনাহ করার যোগ্যতা। সাথে সাথে গুনাহ থেকে বাঁচার যোগ্যতাও দিয়েছি। **দুই নম্বর,** গুনাহের যোগ্যতা আছে, চাহিদাও আছে, শক্তিও আছে, সুযোগও আছে এর পরেও যে আল্লাহর ভয়ে গুনাহ করলো না শুধু বললো, 'আমি আল্লাহকে ভয় করি।' এটা বলে গুনাহ থেকে বাঁচলো। শুধুমাত্র এই একটা কথার কারণে এই লোকটির মর্যাদা ফিরিশতাদের উর্ধ্বে চলে যায়।

তো ভাই! আল্লাহ আমাদের মধ্যে গুনাহের যোগ্যতা দিয়েছেন। আমাদেরকে পিছনে ফেলার জন্য না বরং আগে বাড়ার জন্য। অনেকে মনে করে যে, আমার শুধু গুনাহ করতে মনে চায়, গুনাহের কথা মনে পড়ে। আরে ভাই! এইসব থাকার পরে গুনাহ থেকে বাঁচার নামই তাকওয়া। আর এই মুত্তাকী আল্লাহর বন্ধু। আর এই বন্ধুর জন্যই আল্লাহ জান্নাত বানিয়েছেন।

গুনাহ থেকে বাঁচা কখন সহজ হয়?

আল্লাহ মানুষকে যে যোগ্যতা দান করেছেন মানুষ যদি সে যোগ্যতা দ্বারা কাজ না নেয় তাহলে আস্তে আস্তে তার ঐ যোগ্যতা দুর্বল হতে থাকে। দুর্বল হতে হতে এক সময় বিলুপ্ত হয়ে যায়। আর যখন ঐ যোগ্যতা দ্বারা কাজ নেয় তখন তার যোগ্যতা আরো বেড়ে যায়। একটা ছেলের মধ্যে একটা প্রতিভা আছে, সে যদি তার এই প্রতিভা দ্বারা কাজ নেয় তাহলে তার প্রতিভা আরো বাড়ে। আর যদি তার প্রতিভা দ্বারা কাজ না নেয় তাহলে তার প্রতিভা কমতে থাকে। কমতে কমতে শেষ হয়ে যায়।

তো একটা হলো গুনাহ করার যোগ্যতা আরেকটা হলো গুনাহ না করার যোগ্যতা অর্থাৎ গুনাহ ছাড়ার যোগ্যতা। কারো গুনাহ করার যোগ্যতা আছে কিন্তু সে তার ঐ যোগ্যতা দ্বারা গুনাহ করে না। যার কারণে আস্তে আস্তে তার ঐ গুনাহ করার যোগ্যতা দুর্বল হতে থাকে। দুর্বল হতে হতে এক সময় গুনাহ করার যোগ্যতা খতম হয়ে যায়। পরে সে গুনাহ করতে চাইলেও গুনাহ করতে পারে না। বদ-নেগাহী করার যোগ্যতা আছে কিন্তু সে একবারও বদ-নেগাহী করে না। কষ্ট হয় তারপরেও বদ-নেগাহী থেকে বাঁচে। বাঁচতে বাঁচতে এক সময় তার

নফসের তাকাযা খতম হয়ে যায়, চাহিদা খতম হয়ে যায়। যখন তাকাযা খতম হয়ে যায় তখন সুফীদের পরিভাষায় বলা হয়, নফস ফানা হয়ে গিয়েছে, শেষ হয়ে গিয়েছে। আর এর বিপরীত যোগ্যতা হলো গুনাহ থেকে বাঁচার যোগ্যতা। তো যখন গুনাহ ছাড়বে তখন গুনাহ থেকে বাঁচার যোগ্যতা বেশি হবে। তখন তার জন্য গুনাহ থেকে বাঁচা সহজ হয়ে যায়, আর গুনাহ করা কঠিন হয়ে যায়। কারণ সে তার ঐ যোগ্যতা কাজে লাগায়নি। কু-দৃষ্টি করে না, গীবত করে না, গান শোনে না, রিয়া করে না, অহংকার করে না, হিংসায় লিপ্ত হয় না, কোন গুনাহ সে করে না। তখন তার গুনাহ করার যোগ্যতা দুর্বল হয়ে যায়। আর গুনাহ ছাড়ার যোগ্যতা সবল ও শক্তিশালী হয়ে যায়। তখন তার জন্য গুনাহ করা কঠিন হয়ে যায়। আর গুনাহ ছাড়া সহজ হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন,

﴿وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَأَنَّهٗ إِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ.﴾

অর্থঃ (হে মু'মিনগণ!) আর তোমরা জেনে রেখো যে, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের মধ্যস্থলে অন্তরায় হয়ে থাকেন, পরিশেষে তাঁর কাছেই তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।[৭] তো ঐ ব্যক্তি আর তার দিলের মধ্যে আল্লাহ হায়েল হয়ে গিয়েছেন এখন সে গুনাহ করতে চাইলেও তাকে গুনাহ করতে দেওয়া হয় না। ঘটনাক্রমে যদি গুনাহের সুযোগ এসে যায় আর সে গুনাহ করতে চায় তখন তাকে গুনাহ করতে দেওয়া হয় না। কারণ সে দীর্ঘদিন মুজাহাদা করেছে। একে সুফীগণের পরিভাষায় বলে, 'তাক্বয়ীম' মানে একেবারে মজবুত হয়ে গিয়েছে।

আর কেউ গুনাহ করে আবার ছাড়ে আবার করে একে বলে, বিভিন্ন রূপের চেহারায় রঙ্গিন হওয়া। আর যে গুনাহ করে না বরং সব গুনাহ ছেড়ে দেয় গুনাহ সে করেই না। সে গুনাহ করতে চাইলেও গুনাহ করতে দেওয়া হয় না। যতদিন সে মুজাহাদা করেছে ততদিন আল্লাহ তার নিয়মটা ব্যবহার করেছেন, আল্লাহ তাঁর কুদরত ব্যবহার করেননি, কিন্তু যখন সে মুজাহাদা করে তাঁর গুনাহের যোগ্যতাকে বিলুপ্ত করে ফেলেছে তখন সে গুনাহ করতে চাইলে আল্লাহ তার কুদরত ব্যবহার করেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে ঐ পর্যায়ে পৌছার তাওফীক ৷ ন করুন। আমীন!

গুনাহ থেকে বাঁচার যোগ্যতা কখন ছিনিয়ে নেওয়া হয়?

পক্ষান্তরে কেউ যদি বার বার গুনাহ করতে থাকে। তার গুনাহ থেকে বাঁচার যোগ্যতা কাজে না লাগায়– কু-দৃষ্টির সুযোগ আসলো কু-দৃষ্টি থেকে বাঁচলো না, কু-দৃষ্টি করলো, গীবতের সুযোগ আসলো গীবত থেকে বাঁচলো না, গিবত

৭. সূরা আনফাল, আয়াত নং-২৪

করলো। ঘুষ খাওয়ার সুযোগ আসলো ঘুষ থেকে বাঁচলো না, ঘুষ খেলো। গান শোনার সুযোগ আসলো গান থেকে বাঁচলো না, গান শুনলো। যিনা করার সুযোগ আসলো যিনা থেকে বাঁচলো না, যিনা করলো। মোটকথা গুনাহ থেকে বাঁচার যে যোগ্যতা আল্লাহ তাআলা তাকে দিয়েছিলেন সেই যোগ্যতা সে কাজে লাগালো না বরং সে শুধু গুনাহ করে, করতে করতে তার গুনাহ থেকে বাঁচার যোগ্যতা দুর্বল হতে থাকে। হতে হতে এক সময় এমন হয় যে, গুনাহ থেকে বাঁচার যোগ্যতা শেষ হয়ে যায়। আল্লাহ আমাদের সকলকে মাফ করুন। আমীন! গুনাহ করতে কবতে তাকে গুনাহ চতুর্দিক দিয়ে ঘিরে নেয়। আল্লাহ বলেন,

﴿بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾[৮]

অর্থঃ হ্যাঁ, যে ব্যক্তি পাপ অর্জন করেছে এবং স্বীয় পাপের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েছে, বস্তুতঃ তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, তথায় তারা সদা অবস্থান করবে।

তো গুনাহ তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে নেয়। গুনাহ থেকে বাঁচার যোগ্যতা খতম হয়ে যায়। তবে আল্লাহ মেহেরবান! গুনাহ করে যোগ্যতা খতম হয়ে যাওয়ার পর আবার আল্লাহ গুনাহ থেকে বাঁচার যোগ্যতা দিতে থাকেন। এইভাবে বার বার দিতে থাকেন। এক সময় আল্লাহ তাঁর দেওয়া যোগ্যতা নিয়ে গিয়ে আর ফিরিয়ে দেন না। এই অবস্থাকে আল্লাহ কুরআনের মধ্যে বুঝিয়েছেন,

﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

অর্থঃ আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহের উপর ও তাদের কর্ণসমূহের উপর মোহরাংকিত করে দিয়েছেন এবং তাদের চক্ষুসমূহের উপর আবরণ পড়ে আছে এবং তাদের জন্য রয়েছে গুরুতর শাস্তি।[৯] তো আল্লাহ তাদের দিলের উপরে মহর লাগিয়ে দিয়েছেন। মানে এখন সে আর গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবে না। আল্লাহ আমাদের সকলকে হিফাযত করুন। আমীন!

'গুনাহ থেকে বাঁচতে পারি না' এ কথাটি সম্পূর্ণ ভুল

তো ভাই! আল্লাহ আমাদেরকে দু'টি যোগ্যতা দিয়েছেন। গুনাহ করলে আল্লাহ নারাজ হন, আর গুনাহগারের জন্য জাহান্নাম। আর গুনাহ থেকে বাঁচলে আল্লাহ খুশি হন, আর এই পরহেযগারের জন্য রয়েছে জান্নাত। এখন আমি কোন যোগ্যতা ব্যবহার করবো? তার ফয়সালা আমি নিজেই করবো। অনেকে বলে, 'হুজুর আমি গুনাহ থেকে বাঁচতে পারি না।' তার এই কথাটা সহীহ না। কারণ সে আল্লাহর দেওয়া যোগ্যতা কাজে লাগায়নি। আর বলে, 'আমি বাঁচতে পারি না।'

---

৮. সূরা বাকারা, আয়াত নং-৮১

৯. সূরা বাকারা, আয়াত নং-৭

ভাই! গুনাহ অনেক করে ফেলেছি এখন থেকে গুনাহ বন্ধ করে দেই তাহলে আস্তে আস্তে আমার গুনাহ করার যোগ্যতা দুর্বল হয়ে যাবে, আর গুনাহ থেকে বাঁচার যোগ্যতা বেশি হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এমন মেহেরবান যে, একজন সারা জীবন গুনাহ করেছে কিন্তু শেষবারে এমন তাওবা করেছে যে গুনাহ করার যোগ্যতা দুর্বল হয়ে গিয়েছে। আর গুনাহ থেকে বাঁচার যোগ্যতা সবল হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ তাকে পরহেযগার হিসেবে কবুল করে নিবেন।

আমাদের মধ্যে গুনাহ করার যোগ্যতা আছে এটাতো অস্বীকার করা যাবে না। তবে আমাদের গুনাহের যোগ্যতা গুনাহ করার জন্য দেননি বরং গুনাহের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য দিয়েছেন যে, আমাদের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আমরা গুনাহ করবো না। যার কারণে আমার আপনার মর্যাদা ফিরিশতাদের উপরে উঠাবেন। এই জন্য ভাই একটা আয়াত পড়েছি,

﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾

অর্থঃ যারা সৎপথ অবলম্বন করে আল্লাহ তাদের হিদায়াত বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে তাকওয়া দান করেন।[১০] আল্লাহ আমাদের সকলের মধ্যে সঠিক রাস্তার উপর থাকার যোগ্যতা দিয়েছেন। একজন কষ্ট করে হিদায়াতের রাস্তার উপর রয়েছে আল্লাহ তার হিদায়াতকে বাড়িয়ে দেন।

পূর্ণ তাকওয়া থাকলে সকল সমস্যার সমাধান আল্লাহ করে দেন

এমনিভাবে যারা তাকওয়ার উপরে থাকবে আল্লাহ তাদের তাকওয়াকে আরও বাড়িয়ে দিবেন। আর তাকওয়া এমন একটা গুণ যদি কেউ পরিপূর্ণ তাকওয়া অর্জন করতে পারে তাহলে দুনিয়ার এমন কোন সমস্যা নেই যার সমাধান হবে না। আল্লাহ আমাদের সকলকে পরিপূর্ণ তাকওয়া অর্জন করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

কেউ যদি পরিপূর্ণ তাকওয়ার উপর উঠে যায় তাহলে আল্লাহ তাকে তাঁর বন্ধু বানিয়ে তার সাথী হয়ে যান। আর দুনিয়া বা আখেরাতের এমন কোন সমস্যা নেই যার সমাধান আল্লাহ করতে পারবেন না। আরে যে পরিপূর্ণ তাকওয়ার উপর উঠে যাবে আল্লাহ তাকে তাঁর বন্ধু বানিয়ে নিবেন এবং তার সাথী হয়ে যাবেন। আল্লাহ বন্ধু ও হবেন আবার সাথী হবেন। আর এই বন্ধু আর সাথী সব সময়ের জন্য। দুনিয়ার বন্ধুত্ব তো এক সময় আছে, আরেক সময় নেই। এক সময় কাছে, আরেক সময় দূরে। কিন্তু আল্লাহর বন্ধুত্ব সবসময় সর্বাবস্থায় এবং আল্লাহ তো আহকামুল হাকিমীন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী সমস্ত সমস্যার সমাধানকারী।

---

১০. সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত নং-১৭

দুনিয়াতে কেউ কাউকে বন্ধু বানিয়েছে আর ঐ বন্ধু সমস্যায় পড়েছে আর যাকে বন্ধু বানিয়েছে তার ক্ষমতা আছে, শক্তি আছে, সামর্থ্য আছে ঐ বন্ধুর সমস্যা সমাধানের, তাহলে কি বন্ধু সমাধান না করে থাকবে? থাকবে না।

একটি বন্ধুত্বের ঘটনা

হাকীমুল উম্মত শাহ আশরাফ আলী থানভী রহ. দুই বন্ধুর ঘটনা শুনিয়েছেন, উভয়ের বাড়ি দূরে। একবার গভীর রাতে এক বন্ধু আরেক বন্ধুর বাড়ি গিয়ে তাকে ডেকেছে। ঐ বন্ধু ডাক শুনে জলদি উঠেছে এবং বের হতে হতে কিছু সময় লেগেছে, প্রায় পাঁচ থেকে সাত মিনিট। কিন্তু বের হয়েছে আজীব অবস্থায়! ঘর থেকে বের হয়েছে অস্ত্র হাতে তথা তীর, তলোয়ার, ঢাল নিয়ে। আবার সাথে সুন্দরী দাসী নতুন বধূর মত অলংকারে সজ্জিত। আরো সাথে একটি দাস তার মাথায় খাদ্য-দ্রব্যের বোঝা।

এখন ঐ বন্ধু বলে, কী ব্যাপার তুমি এমনভাবে এসেছো কেন? তখন সে উত্তর দিয়েছে যে, যখন তুমি গভীর রাতে এসেছো তখন আমার যেহেনে বিভিন্ন সমস্যার কথা এসেছে যে; বন্ধু এত রাতে এসেছে হতে পারে কোন শত্রু তাকে বিরক্ত করছে। তার সেই শত্রু প্রতিহত করা লাগবে। তাই আমি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এসেছি। আবার এ চিন্তাও এসেছে যে, হতে পারে বন্ধুর কোন সঙ্গিনী নেই তাই তার হয়তো দুশ্চিন্তা এসেছে। এই জন্য আমার দাসীকে সজ্জিত করে এনেছি তোমাকে গিফ্‌ট্‌ করার জন্য। তোমার সমস্যা থাকলে এটা আমি তোমাকে হাদিয়া দিবো, যাতে তোমার সঙ্গিনী হয়ে যায়। আবার চিন্তা করেছি, খানা-পিনায় সমস্যা হতে পারে। এই জন্য দাসের মাধ্যমে খানা হাজির করেছি। এক কথায় তার কল্পনায় যে সমস্যাগুলো এসেছে তার সাধ্যানুযায়ী সবধরনের রাস্তা বের করে সাথে করে নিয়ে এসেছে।

তো কেউ যদি অন্তরঙ্গ বন্ধু বানায় তাহলে সে সাধ্যানুযায়ী সমাধানের চেষ্টা করে কিনা? করে। আর যে মুত্তাকী হয়ে যায় আল্লাহ তাকে নিজের বন্ধু বানান এবং সব সময় তার সাথে থাকেন। আর আল্লাহ কেমন বন্ধু? ঐ বন্ধু তো মনে করেছে যে, আমার বন্ধুর সমস্যা হতে পারে– আর আল্লাহ তো জানেনই যে আমার বন্ধুর কী সমস্যা। আর সমাধানের ক্ষমতাও আছে। এই জন্য বলেছি, আমি আপনি যদি একশ ভাগের একশ ভাগ তাকওয়ার উপর উঠতে পারি তাহলে দুনিয়া আর আখেরাতের এমন কোন সমস্যা থাকবে না যেই সমস্যার সমাধান নেই। তো একশ ভাগ উঠতে হবে তাকওয়ার উপর।

কোন সমস্যা আসলে সাথে সাথে নিজের আমলের খবর নেই

এখানে একটি কথা বলে দেই, দুনিয়াতে আল্লাহর মায়ি'য়্যাতে খাছ্ছাহ্ (বিশেষ সঙ্গ) পেতে হলে, আর তার বিশেষ সাহায্য, বিশেষ রহমত পেতে হলে আমার কামেল মুত্তাকী (পরিপূর্ণ খোদাভীরু) হতে হবে। আধা মুত্তাকী হবো, আধা সাহায্য পাবো তা হবে না। হ্যাঁ, স্বাভাবিকভাবে সকলে যা পায় আমিও তা পাবো। তবে দুনিয়াতে মুত্তাকীর যত সাহায্যের কথা বলেছেন রহমত-বরকতের ওয়াদা করেছেন সেটা কামেল মুত্তাকীদের জন্য। হ্যাঁ আখেরাতে, পাপ-পুণ্য যে পরিমাণ হবে সে হিসাবে বিচার করবেন। কিন্তু দুনিয়াতে বিশেষ রহমত, বিশেষ নুস্‌রত পেতে হলে আমার কামেল মুত্তাকী হতে হবে। আল্লাহ আমাকেও তাওফীক দান করুন। আমীন!

ভাই! আমরা বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। এইজন্য আমার নিজের খবর নেয়া দরকার। আর যখন বান্দা গুনাহ করতে থাকে তখন তার সমস্যা বাড়তে থাকে। সমস্যা বাড়তে থাকলে দুশ্চিন্তাও বাড়তে থাকে। এইজন্য আল্লাহওয়ালাদের অবস্থা হলো, যদি কখনো কোন সমস্যা দেখে তখন সাথে সাথে নিজের আমলের খবর নেন। ভাই! এ ছাড়া সমস্যা সমাধানের কোন রাস্তা নেই। এই জন্য ভাই! তাকওয়ার খবর নেই। তাহলে বাকী সমস্যার সমাধানের ফিকির আমার করা লাগবে না। যিনি বন্ধু বানাবেন তিনি সমাধান করবেন। আরে! বান্দা যখন মুত্তাকী হয়ে যায় তখন নিজের চাহিদা পূরণ করে না। তখন আল্লাহর সব চাহিদা পূরণ করেন। আর আল্লাহ তাকে চাওয়া ছাড়া সব দান করেন।

হাকীমুল উম্মত শাহ আশরাফ আলী থানভী রহ. এর মালফুযাতের মধ্যে দেখেছি যে, সায়্যিদ আহমাদ রিফায়ী রহ. বলেন, দুনিয়াতে যারা আল্লাহওয়ালা হবে রূহের জগতে তাদের সকলকে একত্রিত করেছেন। এরপর প্রত্যেক রূহকে জিজ্ঞাসা করেছেন, তুমি কী চাও? তুমি কী চাও? তখন একেক রূহ একেক জিনিস চেয়েছে। আর আল্লাহ তাদেরকে তা দান করেছেন। কিন্তু তিনি বলেন, আল্লাহ আমার রূহকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কী চাও? তখন আমি বললাম, আল্লাহ! আমি এই জিনিসটি চাই আর সেটা হলো, 'আমি যেন কিছু না চাই, আল্লাহ তোমার চাওয়া যেন আমার চাওয়া হয়।' তো তিনি বলেন, আল্লাহর চাওয়া তো আমি যেন কোন গুনাহ না করি আর নেকি না ছাড়ি। তাহলে আমার যা দরকার আল্লাহ নিজেই দিবেন। তিনি বলেন, আল্লাহ আমাকে এর বিনিময়ে কী দান করেছেন জানো? এই দুনিয়াতে এমন জিনিস দান করেছেন যা চোখে দেখেনি, কানে শোনেনি, কারো কল্পনায়ও আসতে পারে না। এই জন্য ভাই! আমি আমার তাকওয়ার খবর নেই। তাহলে আমার সমস্যার সমাধান করবেন আল্লাহ নিজেই।

প্রকৃত মুত্তাকী কিভাবে হবো?

﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ... وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا... وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا.﴾

অর্থঃ যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার পথ করে দিবেন। আর তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে রিযিক দান করবেন। ... যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার কাজ-কর্ম সহজ করে দিবেন। ... আল্লাহকে যে ভয় করে তিনি তার পাপরাশি মোচন করবেন এবং তাকে দিবেন মহাপুরস্কার।[১১] তো ভাই! আমরা গুনাহ ছাড়তে রাজি আছি? ইনশাআল্লাহ! আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন! আমি প্রকৃত মুত্তাকী কখন হবো? ইবনে উমর রা. বলেন,

لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ التَّقْوٰى حَتّٰى يَدَعَ مَا حَاكَ فِي الصَّدْرِ.[১২]

ইবনে উমর রা. বলেন, কোন বান্দা প্রকৃত তাকওয়া পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না যত সময় পর্যন্ত সে কুফ্‌র-শির্‌ক থেকে, বিদআত থেকে, কবীরা গুনাহ থেকে, সগীরা গুনাহ থেকে না বাঁচবে। এমন কি সন্দেহযুক্ত জিনিস থেকেও বাঁচবে। যেই জিনিসে দিলের মধ্যে খটকা পয়দা হয় তা থেকেও বাঁচবে। দিলের মধ্যে অহংকার থাকবে না, রিয়া থাকবে না, হিংসা থাকবে না, ফখর থাকবে না। এইজন্য হাকীকী (প্রকৃত) মুত্তাকী হতে হলে আমাকে কুফ্‌র-শির্‌ক থেকে বাঁচতে হবে। আমাকে সমস্ত গুনাহ থেকে বাঁচতে হবে। এমন কি সন্দেহযুক্ত জিনিস হালাল না হারাম দিলের মধ্যে খটকা লাগছে এই খটকা থেকে না বাঁচলেও সে প্রকৃত মুত্তাকী হতে পারবে না। তো ভাই! আমরা প্রকৃত মুত্তাকী হতে রাজি আছি? ইনশাআল্লাহ! তাহলে সমস্ত গুনাহ ছাড়তে হবে।

আর আমরাতো গুনাহে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। এখন আমাদের গুনাহ ছাড়তে কষ্ট হবে। দেখেন না, ছোট বাচ্চা মাত্র দুই বছর মায়ের দুধ পান করেছে। তাই তার এই অভ্যাস ছাড়াতে কত কষ্ট। তবে দুর্বল সময়ের অভ্যাসও দুর্বল হয়, আর সবল সময়ের অভ্যাসও সবল হয়। আমি তো গুনাহ করেছি বালেগ হয়ে অর্থাৎ সবল সময়ে, এখন আমার অভ্যাস শক্তিশালী এখন এই শক্তিশালী অভ্যাস ছাড়ব, না জাহান্নামে যাব? যদি বলি, আমাদের এই অভ্যাস এখন ছাড়তে পারছি না। তাহলে জাহান্নামে যাওয়ার জন্য তৈরি হই। আর জাহান্নামের কষ্ট কিন্তু ভয়াবহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে সমস্ত গুনাহ ছাড়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

---

১১. সূরা ত্বলাক, আয়াত নং-২,৩,৪,৫
১২. বুখারী শরীফ ১/৬ কিতাবুল ঈমান

গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য পাঁচটি কাজ করতে হবে

এখন থেকে গুনাহ ছাড়ার জন্য জানের বাজি লাগাব, মানে জান যায় যাবে তবুও গুনাহের কোন কাজ করব না। দুনিয়ার জীবনে কষ্ট করে চলব তবু ঘুষ খাব না, সুদ নিব না, মালে ভেজাল দিব না, মাপে কম দিব না, কারণ দুনিয়ার এই কষ্ট জাহান্নামের কষ্টের থেকে অনেক কম। এই জন্য এ সকল গুনাহ থেকে বাঁচতে হলে **এক নম্বর,** হিম্মত করব, সিংহের মত হিম্মত। **দুই নম্বর,** নির্জনে বসে আল্লাহর দরবারে দু'আ করব, আয় আল্লাহ! আমিও দুর্বল আমার হিম্মতও দুর্বল। আমি বার বার হিম্মত করেছি কিন্তু আমার হিম্মত ভেঙ্গে গিয়েছে, আমার ভুল হয়ে গিয়েছে। আয় আল্লাহ! আমার গুনাহ থেকে বাঁচার ক্ষমতা নেই, তুমি হিফাযত না করলে। আয় আল্লাহ! আমি তোমার কাছে সমস্ত গুনাহ থেকে বাঁচার তাওফীক ভিক্ষা চাই। চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে এই দু'আ করব।

তিন নম্বর, আল্লাহর বান্দাদের থেকে দু'আ নিব। **চার নম্বর,** গুনাহের আসবাব থেকে দূরে থাকব। তাহলে আমার দু'আ কাজে লাগবে। আমার হিম্মত কাজে লাগবে। আমার চোখের পানি কাজে লাগবে। আমার দু'আ নেওয়া কাজে লাগবে। এইজন্য দেখুন! গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ কুরআনে কী বলেছেন,

تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ اٰيَاتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ.

অর্থঃ এটাই আল্লাহর সীমা, অতএব তোমরা তার নিকটেও যাবে না; এভাবে আল্লাহ মানবমণ্ডলীর জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেন, যেন তারা আল্লাহ ভীরু হয়।[১৩] আরে! যতো গুনাহ আছে তোমরা তার কাছেও যাবে না। যিনার কাছে যাবে না। আল্লাহ যে সমস্ত কাজকে হারাম করেছেন তার কাছে যাবে না। কারণ তার কাছে গিয়ে হিম্মত করে গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবে না। এই যে দূরে থাকতে বলেছেন এটা আল্লাহর মেহেরবানী। আল্লাহ যদি বলতেন, তোমার দূরে থাকা লাগবে না, সাথে সাথে ঘুরবে, এক সাথে হাসি-মজা করবে, বিভিন্ন পার্কে যাবে, এক বিছানায় ঘুমাবে, কিন্তু গুনাহ করতে পারবে না। তাহলে গুনাহ থেকে বাঁচা কঠিন হয়ে যেত।

এইজন্য চার নম্বর বলেছেন, গুনাহের আসবাব থেকে দূরে থাকবে। আর **পাঁচ নম্বর,** কোন আল্লাহওয়ালার সোহবতে যাবে এবং থাকবে। তখন গুনাহ থেকে বাঁচারও তাওফীক হবে। দু'আ করার ও দু'আ নেয়ার তাওফীক হবে। আসবাব থেকেও দূরে থাকার তাওফীক হবে। এই জন্য কুরআনের কথা দেখুন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ অর্থঃ হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর

---

১৩. সূরা বাকারা, আয়াত নং-১৮৭

এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো।[১৪] দেখুন! আল্লাহ এখানে হিম্মত করার কথা বলেননি, দু'আ করার কথাও বলেননি, দু'আ নেয়ার কথাও বলেননি, আসবাব থেকে দূরে থাকার কথাও বলেননি বরং নেককারদের সঙ্গে থাকতে বলেছেন। এই জন্য আমরা বাংলায় একটা কথা বলি, 'সৎসঙ্গ স্বর্গবাস অসৎসঙ্গ সর্বনাশ'। আল্লাহ আমাদের সকলকে সৎসঙ্গ অবলম্বন করে প্রকৃত মুত্তাকী হয়ে কবরে যাওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

হযরতের বয়ানের অন্যান্য কিতাব

১. সূরা ইউসুফ
২. ইবাদুর রহমান
৩. পাপের শাস্তি
৪. তাক্বওয়ার পথ
৫. ইসলাহে বাতেন
৬. শোকর ও না-শোকরী
৭. আনুগত্যের ফল গুনাহ মুক্তির পথ
৮. সুখের জীবন
৯. উলামা ও তলাবার পাথেয়
১০. বেলায়াতের পথ

সংকলক কর্তৃক অনূদিত

১. ছয় প্রকার গুনাহগার মহিলা

অনেকে বলে, **'জোর যার মুল্লুক তার'**

আমি বলি, **'জোর যার জাহান্নাম তার'**

মুফতী আবদুল গফফার সাহেব দা. বা.

১৪. সূরা তাউবা, আয়াত নং-১১৯

الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلى الله تعالى عليه وعلى أله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ.﴾[১৫]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ: رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَن لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.[১৬] آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العلمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরহামুর রাহিমীন সমস্ত বান্দাদেরকে পূর্ণ ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করতে বলেছেন। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَافَّةً

হে ঈমানদারগণ! তোমরা প্রবেশ করো পূর্ণ ইসলামের মধ্যে। একটা হলো, পূর্ণ ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করো। আরেকটা হলো, তুমি নিজে পরিপূর্ণরূপে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করো। দুনিয়াতে কোন লোক মজবুত ঘরে প্রবেশ করলে সে রোদ-বৃষ্টিতে ভিজে না। রোদ-বৃষ্টি, চোর-ডাকাত, বাঘ-ভাল্লুক, সবধরণের বিপদ থেকে সে হিফাযতে থাকে। এইজন্য দেখেন না, ঝড়-তুফান হলে মানুষ তার ঘরে চলে যায়। এমনিভাবে কেউ যদি ইসলামের ঘরে প্রবেশ করতে পারে তাহলে আল্লাহ তাকে পরকালের সমস্ত বিপদ থেকে হিফাযত করবেন। আল্লাহ আমাদেরকেও হিফাযত করুন। আমীন! দুনিয়াতে কিছু হবে সেটা মাকসাদ না। কেউ যদি পরিপূর্ণভাবে ইসলামের ঘরে প্রবেশ করে তাহলে আল্লাহ তাকে মৃত্যুর সময় থেকে নিয়ে চিরকালের জন্য সমস্ত সমস্যার থেকে হিফাযত করবেন। তবে শর্ত হলো, পূর্ণ ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করা।

---

১৫. সূরা বাকারা, আয়াত নং-২০৮

১৬. বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৮

ইসলামের বুনিয়াদ, ফাউন্ডেশন

বুখারী শরীফের হাদীস (হাদীস নং-৮) ইবনে উমর রা. হাদীসের বর্ণনাকারী, জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, **এক নম্বর,** شَهَادَةِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ আল্লাহর একাত্মবাদের সাক্ষ্য দেয়া এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রিসালাতের সাক্ষ্য দেয়া। এটা ইসলামের বুনিয়াদ। **দুই নম্বর,** وَإِقَامِ الصَّلَاةِ নামায কায়েম করা। আর নামায কায়েম কাকে বলে পরে বলছি। **তিন নম্বর,** وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ যাকাত আদায় করা। **চার নম্বর,** وَالْحَجِّ বাইতুল্লাহ শরীফের হজ্ব করা। **পাঁচ নম্বর,** وَصَوْمِ رَمَضَانَ রমাযান মাসের রোযা রাখা। এই পাঁচটি হলো ইসলামের বুনিয়াদ। এই পাঁচটির মধ্যে একটা হলো, বিশ্বাস মানে আল্লাহর একাত্মবাদের আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রিসালাতের বিশ্বাস করা। বাকি নামায কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, রোযা রাখা, হজ্ব করা, এগুলো হলো ইবাদত। তো এই বিশ্বাস আর ইবাদত হলো ইসলামের বুনিয়াদ, ভিত্তি, ফাউন্ডেশন। তো বুঝে আসল, যার এই নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত আর এই বিশ্বাস ঠিক নেই তার ইসলামের বুনিয়াদ ঠিক নেই। বাকি এটাতো বুনিয়াদ তাহলে বিল্ডিং কোনটি? শুধু ভিত্তিতো ইসলাম না। এটা ইসলামের ভিত্তি গোড়া, ঠিক আছে কিন্তু এটা কি পূর্ণ ইসলাম? না। অথচ আল্লাহ বলেন, পূর্ণ ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করো।

মু'আমালাত, মু'আশারাত, আখলাকিয়্যাত হলো ইসলামের বিল্ডিং

আর পূর্ণ ইসলাম হলো ভিত্তিও থাকতে হবে আর তার উপরে আরো তিনটা স্তর থাকতে হবে। **এক নম্বর,** মু'আমালাত মানে লেনদেন, কায়কারবার, ব্যবসা-বাণিজ্য, আদান-প্রদান এক কথায় উপার্জনের যতগুলো রাস্তা আছে তার সবগুলোকে বলা হয়, মু'আমালাত। এই মু'আমালাত সহীহ করা মানে আমার উপার্জনের যত রাস্তা আছে সব রাস্তাকে হালাল করা যাতে আমার উপার্জন হালাল হয়। যদি উপার্জন হালাল না হয় তাহলে ইসলামের প্রথম তলা শেষ।

দুই নম্বর, মু'আশারাত মানে আমার আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা। আমার উঠা-বসা, চলা-ফেরা এমন হওয়া দরকার যে, আমার দ্বারা কারো যেন বিন্দুমাত্র কষ্ট না হয়। অন্যায়ভাবে আমার দ্বারা কারো যেন কোন হক নষ্ট না হয়। কারো মালী হক, জানী হক, মানী হক নষ্ট না হয়। তো মু'আশারাত হলো, আমার আপনার চলা-ফেরা, উঠা-বসা, আচার-ব্যবহার এমন হওয়া দরকার যাতে আমার দ্বারা কারো অন্যায়ভাবে কষ্ট না হয় বা কষ্ট না পায়। আমার দ্বারা কারো হক নষ্ট না হয়। একেই বলা হয় মু'আশারাত। এটা ইসলামের আরেকটি তলা।

তিন নম্বর, আখলাকিয়্যাত। আমার চরিত্রকে একেবারে ফুলের মতো সুন্দর বানানো। কর্কশভাষী না হওয়া, কঠোরমনা না হওয়া। এক কথায় উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া। আর উত্তম চরিত্রের অধিকারী হলো ঐ ব্যক্তি যার দিল পবিত্র। মানে দিলের মধ্যে অহংকার নেই, দিলের মধ্যে রিয়া নেই, ক্রোধ নেই, উয্‌ব নেই মানে আমি ভাল এই মনোভাব নেই। কোন গর্ব নেই বরং ইখলাস আছে, বিনয় আছে, অন্যের হিতাকাঙ্ক্ষা আছে, সবর আছে, তাকওয়া আছে। মোটকথা খারাপগুণ একটাও নেই ভালগুণ সবই আছে, এটা হলো আখলাকিয়্যাত।

আল্লাহ পূর্ণ ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করতে কেন বলেছেন?

ফাউন্ডেশন তো থাকে নিচে আর তা হলো, ঈমানিয়্যাত আর ইবাদত। আর ইসলামের বিল্ডিং হলো, মু'আমালাত, মু'আশারাত, আখলাকিয়্যাত। এইগুলো (সব মিলিয়ে) হলো, পূর্ণ ইসলাম। ফাউন্ডেশন ছাড়া বিল্ডিং হয় না আর বিল্ডিং ছাড়া ফাউন্ডেশনে কোন লাভ হয় না। এই জন্য আল্লাহ বলেছেন, اُدْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً তোমরা পূর্ণ ইসলামের মধ্যে প্রবেশ কর। এই কথাটি কেন বলেছেন তা জানেন? আমাদের অবস্থা কেমন হবে, তা আল্লাহ আগে থেকে জানেন। কিছু লোক আছে তারা শুধু ঈমান আনাকেই যথেষ্ট মনে করে। তারা বলে, ইবাদতের কোন প্রয়োজন নেই। আরো বলে, আমরা নামায না পড়লে কী হবে আমাদের ঈমান ঠিক আছে! কিন্তু আল্লাহ বলেন, পূর্ণ ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। আরে তোমার ঈমান ঠিক থাকলে তুমি নামায না পড়ে থাকতে পারতে না। তোমার অবস্থাই তোমার মুখের কথাকে অবাস্তব বলছে।

কেউ কেউ মনে করে, নেককার হওয়ার জন্য ঈমান আর ইবাদতই যথেষ্ট। ইবাদত মানে নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত এগুলোই যথেষ্ট, উপার্জন হালাল করা লাগবে সেদিকে কোন খেয়াল নেই। ঈমানের আলোচনা করছে ইবাদতের কথাও বলছে, ভাল। কিন্তু ঈমান আর ইবাদত তো বুনিয়াদ। আরে! আপনার বুনিয়াদ আছে বিল্ডিং নেই তাহলে কি আপনি ঝড়-বৃষ্টি থেকে বাঁচবেন? বাঁচবেন না। তবে যার বুনিয়াদ আছে সে যে কোন মুহূর্তে বিল্ডিং বানাতে পারবে, আর যার বুনিয়াদ নেই সে যে কোন মুহূর্তে বিল্ডিং বানাতে পারবে না। তাদের মধ্যে পার্থক্য এতটুকু যে, একজন দুনিয়া থেকে বুনিয়াদ নিয়ে গেছে আরেকজন বুনিয়াদ নিয়ে যায়নি, ঈমান নিয়ে যায়নি। এই দুইজনের মধ্যে পার্থক্য আছে, যে ঈমান নিয়ে যায়নি সে তো বিল্ডিং বানাতে

পারবে না। আর সে কোন দিন জাহান্নাম থেকে নাজাতও পাবে না। আল্লাহ আমাদের সকলকে হিফাযত করুন। আমীন! আর যে উপরে বিল্ডিং বানায়নি শুধু বুনিয়াদ নিয়ে গিয়েছে সে ঝড়-বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাবে না, সে জাহান্নামে চলে যাবে। কিন্তু বুনিয়াদ থাকার কারণে আল্লাহ মেহেরবানী করে একসময় তাকে জাহান্নাম থেকে বের করবেন।

এখন বলবো, জাহান্নাম থেকে যখন বের করে নিয়ে আসবেন তখন আর আমলের দরকার কী? ভাই! জাহান্নাম কি শ্বশুর বাড়ি? না-কি মামার বাড়ি? আরে! দুনিয়ার মানুষ কি ইচ্ছা করে জেলে যায়? যায় না। তারপরেও জেলে যাওয়ার পর তার কী অবস্থা হয়! আল্লাহ আমাদের সকলকে দুনিয়ার জেলখানা থেকে এবং আখেরাতের জেলখানা থেকেও হিফাযত করুন। আমীন! কিন্তু ভাই! জাহান্নাম অনেক কঠিন এবং এর সময় অনেক বছর। আল্লাহ যাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করবেন তাদেরকে হাজার হাজার বছর পর বের করবেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে মাফ করে দিন। আমীন!

অনেকে নিজের আচার-ব্যবহারের কারণে জাহান্নামী হবে

এইজন্য ভাই! আমাদের ঈমান আর ইবাদতের ফাউন্ডেশনের উপর মু'আমালাতের বিল্ডিং বানাতে হবে। মানে মু'আমালাতের একতলা বানাতে হবে অর্থাৎ আমার উপার্জনের সমস্ত লাইন যেন হালাল হয়। অনেকে মনে করে আমার উপার্জন হালাল করলেই যথেষ্ট, ব্যবহার ভাল করার দরকার নেই। আচার-ব্যবহার ভাল করার দরকার নেই। তার আচার-ব্যবহারে মানুষ কষ্ট পায়। অনেক লোক নিজের আচার-ব্যবহারের কারণে জাহান্নামে চলে যাবে। এই জন্য আচার-ব্যবহার সুন্দর করা। এটা মু'আমালাত। এটা ইসলামের আরেকটা তলা। এর পরে হলো, আখলাকিয়্যাত।

আল্লাহ বলেছেন, ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً। তোমরা পূর্ণ ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করো। যার ঈমানিয়্যাত ঠিক আছে, ইবাদত ঠিক আছে, উপার্জন ঠিক আছে, মু'আশারাত ঠিক আছে। অর্থাৎ বান্দার হক পরিপূর্ণভাবে আদায় করে এবং তার আত্মা পবিত্র আছে এই লোক পূর্ণ ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করেছে। আর যার ঈমান ঠিক আছে নামায ঠিক নেই, বা ঈমান আছে নামায আছে রোযা ঠিক নেই, বা রোযা ঠিক আছে কিন্তু যাকাত ঠিক নেই, বা যাকাত ঠিক আছে কিন্তু হজ্ব ঠিক নেই, তার ফাউন্ডেশনই পূর্ণ তৈরি হয়নি। আর যার এগুলো সব ঠিক আছে কিন্তু উপার্জন হালাল না তার ইসলামের বিল্ডিংয়ের এক তলা নেই।

আর যার উপার্জন হালাল আছে কিন্তু তার মু'আশারাত সহীহ না, আচার-আচরণ সুন্দর না, আচার-আচরণ পবিত্র না তারও ইসলাম পূর্ণ হয়নি।

ইসলামের প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হয় কী কারণে?

এখানে একটা কথা খুব খেয়াল করবেন, একটা বিল্ডিংয়ের দুটি অংশ। একটা হলো ফাউন্ডেশনের অংশ আরেকটা হলো উপরের অংশ। তো মানুষের নজরে আসে উপরের অংশ। আর মানুষ আকৃষ্ট হয় কী দেখে? ফাউন্ডেশন দেখে, নাকি উপরের অংশ দেখে? মানুষ আকৃষ্ট হয় উপরের অংশ দেখে। তো ইসলামের প্রতি দুনিয়ার মানুষ আকৃষ্ট হবে কী দেখে? মু'আমালাত, মু'আশারাত, আখলাকিয়্যাত দেখে। ঈমান-আকীদা দেখে আকৃষ্ট হবে না। কারণ ইহা তো ফাউন্ডেশন যা দেখা যায় না। ঈমান, আমল তো আমার দিলের মধ্যে, নামায আমার মসজিদে যেখানে কোন অমুসলিমরা আসে না। রোযা আমার ভিতরের বিষয় এটা ওরা দেখে না। যাকাত আমি মুসলমানদের মধ্যে দেই অমুসলিমরা দেখে না। হজ্ব নির্দিষ্ট জায়গায় করি যেখানে অমুসলিমদের প্রবেশ নিষেধ। তো বুঝে আসলো, ঈমান আর আক্বীদা ইসলামের ফাউন্ডেশন– এটা অমুসলিমরা দেখেও না আর এটা দেখে তাদের ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হওয়ার সুযোগও নেই। হ্যাঁ তারা দেখে আমাদের লেনদেন, কায়কারবার। তারা দেখে আমাদের আচার-ব্যবহার। তারা দেখে আমাদের আখলাক। যতদিন পর্যন্ত আমাদের লেনদেন, কায়কারবার হালাল পন্থায় ছিলো, আমাদের আচার-ব্যবহার সুন্দর ছিলো, আমাদের আখলাক-চরিত্র পবিত্র ছিলো, ততদিন অমুসলিমরা দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আসতো। মানে আমাদের এই লেনদেন, কায়কারবার দেখে, আমাদের আচার-ব্যবহার দেখে, আমাদের আখলাক দেখে, ইসলামের প্রাসাদ দেখে অমুসলিমরা দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আসতো।

এখন আমাদের আখলাক গড়বড় হয়ে গেছে, আমাদের মু'আমালাত গড়বড় হয়ে গেছে, হালাল-হারামের বাছ-বিচার নেই, আমাদের আচার-ব্যবহার সুন্দর নেই, আমার ব্যবহারে সকলে কষ্ট পায়, আমার চরিত্র অপবিত্র হয়ে গেছে। ইসলামের প্রাসাদগুলো সামনে নেই যা আছে তা দেখে অমুসলিমদের ইসলামের ছায়াতলে আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এই বন্ধ হওয়ার জন্য আমরা দায়ী। কারণ আমাদের এই সমস্ত দেখেইতো তারা ইসলামের ছায়াতলে আসবে। আমরাতো অমুসলিমদের জন্য দা'ঈ, আর যারা দা'ঈ হয় তাদের ইসলামের প্রাসাদ থাকা লাগে।

হযরত উমর রা. এর যুগে এক সাহাবী কোন এলাকায় ব্যবসার জন্য গিয়েছে তাকে দেখে দেখে সেই এলাকার লোকেরা ইসলামের মধ্যে চলে এসেছে। কারণ তার লেনদেন দেখেছে, আচার-ব্যবহার দেখেছে। মানে তার ইসলামের প্রাসাদ ছিলো। সেই প্রাসাদ দেখে তারা ইসলামের মধ্যে চলে এসেছে।

অর্ধজাহানের বাদশাহ হযরত উমর রা. এর উদারতা

ইতিহাসের মধ্যে লিখেছে, উমর রা. এর খেলাফতের সময় তিনি এক বাহিনীকে জেরুজালেমে খ্রিস্টানদের কাছে পাঠিয়েছেন। তাদের সেনাপতি সম্ভবত আবু উবাইদা রা. ছিলেন। আর জেরুজালেম তখন নাসারাদের কেন্দ্র ছিলো। তাদের বাদশাহ তখন সেখানেই ছিলো। তখন তারা আবু উবাইদা রা. কে বলেছে, দেখো! আমাদের সাথে তোমাদের যুদ্ধ করা লাগবেনা যদি তোমরা তোমাদের আমীরুল মু'মিনীন এর সাথে আমাদের দেখা করিয়ে দিতে পারো, সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিয়ে দিতে পারো। তাহলে আমরা এখানেই তোমাদেরকে মেনে নিব কোন যুদ্ধ করবো না।

তখন আবু উবাইদা রা. উমর রা. এর কাছে চিঠি লিখেছেন যে, তারা বলেছে, আপনি আসলে এরা যুদ্ধ করবে না, এমনিতেই মেনে নিবে। তারা শুধু আপনাকে দেখতে চায়। উমর রা. চিন্তা করলেন যে, যুদ্ধ করলে কত জান চলে যাবে। এরা যদি এমনিতেই ইসলাম মেনে নেয় আর যুদ্ধ ছাড়াই দেশ মুসলমানদের দখলে চলে আসে তাহলে সমস্যা কী? তো তিনি রওয়ানা হলেন। তিনি আর তার গোলাম উটে চড়ে রওয়ানা হয়েছেন। এক মাসের রাস্তা। উমর রা. তখন খলীফাতুল মুসলিমীন, অর্ধজাহানের খলীফা। তার আচার-আচরণ, ব্যবহার দেখুন! তিনি গোলামের সাথে চুক্তি করেছেন, দেখো! আমরা মদীনা থেকে সেই জেরুজালেমে যাবো, তো এক মঞ্জিল আমি উটে সওয়ার থাকবো আর তুমি ঐ মঞ্জিল উটের লাগাম ধরে আগে আগে হাঁটবে। দ্বিতীয় মঞ্জিল যখন শুরু হবে তখন তুমি উটের পিঠে উঠবে আর আমি উমর উটের লাগাম ধরে উটের আগে আগে হাঁটবো। এইভাবে আমরা জেরুজালেমে যাবো।

এইভাবে পালাক্রমে মদীনা থেকে রওয়ানা হয়েছে। ঘটনাক্রমে এমন হয়েছে যে, যখন জেরুজালেমে প্রবেশ করবে তখন গোলামের উটে চড়ার পালা আর উমর রা. এর লাগাম ধরে হাঁটার পালা। এখন গোলাম বলে, দেখুন আমরা একটু পরেই তো জেরুজালেমে প্রবেশ করবো। এখন যদি আপনি লাগাম ধরেন আর আমি উটে থাকি এটা আমার জন্য খুব কষ্টদায়ক, আপনি উটের পিঠে বসেন আমি কোন দাবি রাখবো না। এই মঞ্জিল আমি টেনে নিয়ে যাই। উমর রা. বলেন, না এটা আমি করতে পারবো না। তোমার যেমনি নেকির দরকার আমারও তেমনি

নেকির দরকার। তোমার যেমনি জাহান্নাম থেকে বাঁচার প্রয়োজন আছে আমারও তেমনি জাহান্নাম থেকে বাঁচার প্রয়োজন আছে। এইজন্য এই মঞ্জিল আমি উটে বসব আর তুমি হেঁটে যাবে এটা হবে না। শেষপর্যন্ত গোলাম উটে বসেছে আর উমর রা. হেঁটে হেঁটে উটের লাগাম ধরে যাচ্ছেন।

এখন জেরুজালেমের সমস্ত পাদ্রিরা অপেক্ষা করছে যে, উমর রা. আসছে, অর্ধজাহানের খলীফা, কত দাপটওয়ালা হবে! কত শানশওকতওয়ালা হবে! কিন্তু যেই পাদ্রিগণ আসমানী কিতাবে অভিজ্ঞ তারা বার বার তাকাচ্ছে গোলামের দিকে দেখা যাচ্ছে তাকানোর পর তাদের সান্ত্বনা হচ্ছে না। কারণ তারা কিতাবের মধ্যে দ্বিতীয় খলীফার যে আকৃতি পড়েছে তার সাথে মিলছে না। তখন একজন বলেন, আরে যিনি উটে সওয়ার তিনি তো খলীফাতুল মুসলিমীন না, যিনি উটের লাগাম ধরে টানছেন তিনিই খলীফাতুল মুসলিমীন। তখন পাদ্রিদের চেহারার পরিবর্তন হয়েছে, তারা দেখছে যে, কিতাবের সাথে মিলে যাচ্ছে।

কিছু পাদ্রি ঘুরছে এরা বেশি অভিজ্ঞ পাদ্রি। উমর রা. বললেন, এরা কেন ঘুরছে? যারা নবী না তাদের কাছে তো ওহী আসে না, কিন্তু এলহাম আসতে পারে, আল্লাহর পক্ষ থেকে কাশ্‌ফ হতে পারে। তো যেভাবে হোক তিনি বুঝতে পেরেছেন। উমর রা. হাত উঁচু করেছেন তাদের ঘোরা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তারা সাথে সাথে মেনে নিয়েছে। যে সকল পাদ্রি ঘুরতে ছিলো তারা কিতাবের মধ্যে পড়েছে যে, খলীফাতুল মুসলিমীন যখন এই দেশে ঢুকবে তখন তার গায়ে যে জামা থাকবে তাতে বারোটা তালি থাকবে কিন্তু এগারোটা দেখা যায় বারোটা পাওয়া যাচ্ছে না। তো উমর রা. হাত তুলে দেখালেন যে, বগলের নীচে আরেকটা তালি আছে।

তো বলছিলাম, যখন আমাদের মু'আমালাত, মু'আশারাত, আখলাক ঠিক ছিলো ইসলামের প্রাসাদ ঠিক ছিলো। তখন অমুসলিমরা দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আসতো। আর যখন আমাদের এগুলো বন্ধ হয়েছে তখন তাদের ইসলামের মধ্যে আসা শেষ হয়েছে। দুঃখের কথা! বিভিন্ন জায়গায় শোনা যায়, মুসলমানরা খ্রিস্টান হয়ে গেছে। না'উযুবিল্লাহ! তো ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً তোমরা পূর্ণ ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করো। ঈমানিয়্যাতও ঠিক করতে হবে। আমার মু'আমালাতও ঠিক করতে হবে। মানে আমার উপার্জন হালাল করতে হবে। মু'আশারাত মানে আমার আচার-ব্যবহারও সুন্দর করতে হবে। যাতে আমার দ্বারা কারো কোন কষ্ট না হয়। আর আখলাকিয়্যাত মানে আমার চরিত্রকে পবিত্র করতে হবে। আল্লাহ আমাকে এবং সবাইকে তাওফীক দান করুন। আমীন!

নামায কায়েম কিভাবে করবো?

হাদীসে ইসলামের ফাউন্ডেশনের কথা এসেছে, بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি। **এক নম্বর,** شَهَادَةِ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّٰهِ আল্লাহর একাত্মবাদের সাক্ষ্য দেয়া আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রিসালাতের সাক্ষ্য দেয়া। মানে দিলের বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করা। এটা হলো, ঈমানিয়্যাত। তাওহীদ, রিসালাতের মধ্যে কোন ঘাটতি থাকলে হবে না।

وَإِقَامِ الصَّلَاةِ নামায কায়েম করা। নামায কায়েম কী ভাবে করবো? আর নামায কায়েম কাকে বলে? সময়মতো নামায আদায় করা। 'সময় মতো' কেন বললাম? কারণ অনেকে নামায কাযা করে। আর নামায কাযা করলে কাযা হয় কায়েম হয় না। নামায কায়েম করার জন্য **এক নম্বর,** সময়মতো নামায পড়া। আর পুরুষের জন্য সময় হলো, মসজিদের জামাত; সময় মতো মসজিদে গিয়ে পাবন্দির সাথে জামাতে নামায পড়া। আর মহিলাদের জন্য সময় হলো, আউয়াল ওয়াক্ত মানে ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে নামায পড়া।

দুই নম্বর, পাবন্দির সাথে জামাতে নামায পড়া। 'পাবন্দির সাথে' কেন বললাম? কারণ অনেকে আছে যারা একদিন সময়মতো নামায পড়লো আরেক দিন পড়লো না। তাহলে তো নামায কায়েম করা হলো না। কায়েম করা হলো সময়মতো পাবন্দির সাথে সর্বদা করতে হবে। আর পাবন্দি কিভাবে করতে হবে? নামাযের প্রকাশ্য কিছু হক আছে সেগুলোকে 'হুকূকে যাহিরাহ্' বলে। আর কিছু হক আছে গোপন যাকে 'হুকূকে বাতিনাহ্' বলে।

নামাযের 'হুকূকে যাহিরাহ্' কী কী?

নামাযের 'হুকূকে যাহিরাহ্' হলো, **এক নম্বর,** নামাযের ফরযগুলো আদায় করা। নামাযের বাহিরে এবং ভিতরে তের ফরয। বাহিরে সাত ফরয। আর সাত ফরযের প্রথম ফরয হলো, পবিত্রতার ফরয। শরীর পাক করা। আর শরীরকে কিভাবে পাক করতে হবে? শরীরের বাহিরকেও পাক করতে হবে ভিতরকেও পাক করতে হবে। বাহিরকে পাক করতে হবে উযু, গোসল, তায়াম্মুমের মাধ্যমে। আর ভিতরকে পাক করতে হবে তাওবা, ইস্তিগফারের মাধ্যমে এবং রক্তকে পাক করতে হবে হালাল খাদ্যের মাধ্যমে। এই হলো পবিত্রতা। তো বাহিরকেও পাক করতে হবে আর ভিতরকেও পাক করতে হবে। আমার বাহিরকে পাক করবো উযু, গোসলের মাধ্যমে তায়াম্মুমের মাধ্যমে, আমার ভিতরকে পাক করবো হালাল খানার মাধ্যমে। যাতে আমার রক্ত পবিত্র থাকে। আর আমার দিলকে পবিত্র

করবো তাওবা, ইস্‌তিগফারের মাধ্যমে। এ হলো পবিত্রতা। যাহিরী হকের মধ্যে **এক নম্বর** হলো, ফরযগুলো আদায় করা। **দুই নম্বর,** ওয়াজিবগুলো আদায় করা। **তিন নম্বর,** সুন্নতগুলো আদায় করা। **চার নম্বর,** মুস্তাহাবগুলো আদায় করা। এ সবগুলো হলো নামাযের যাহিরী হক।

নামাযের 'বাতিনী হক' কী কী?

আর বাতিনী হক কী? বাতিনী হক হলো, ঈমান, ইয়াকীন, ইখলাস, খুশূ'খুযূ'। **এক নম্বর,** আমার ঈমান শুদ্ধ থাকা লাগবে। কুফ্‌র, শির্‌কে লিপ্ত থাকা অবস্থায় নামায পড়লে নামায হবে না, নামায কায়েম হবে না। ঈমান সহীহ করা বিশুদ্ধ করা যাতে ঈমানের মধ্যে কুফ্‌র, শির্‌কের মিশ্রণ না থাকে। **দুই নম্বর,** ইয়াকীন থাকা লাগবে যে, আমি নামায পড়ছি আমার এই নামাযের বিনিময় আমি আমার আল্লাহর থেকে নিবো। আর নামাযে ত্রুটি হলে আমাকে আসামি করে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে এবং আমাকে এর শাস্তি দেয়া হবে। **তিন নম্বর,** ইখলাস। আমার নামায খালেস আল্লাহর জন্য হবে। **চার নম্বর,** ইহ্‌সান। মানে আমি এইভাবে নামায পড়বো যেন আমি আল্লাহকে দেখছি। আর এইভাবে না পারলে কমপক্ষে এইভাবে পড়বো যে, আল্লাহ আমাকে দেখছেন। **পাঁচ নম্বর,** খুশূ'খুযূ'। মানে ধ্যানের সাথে নামায পড়া।

নামাযের সমস্ত হুকুকে যাহিরী এবং হুকুকে বাতিনীসহ নামায আদায় করাকে বলে নামায কায়েম করা। তা না হলে তো নামায কায়েম করা হবে না। যোহর পড়লাম তো আসর পড়লাম না, আসর পড়লাম তো মাগরিব পড়লাম না, মাগরিব পড়লাম তো ইশা পড়লাম না, ইশা পড়লাম তো ফজর পড়লাম না। এর নাম নামায কায়েম করা নয়। কায়েম হলো, নামাযের যাহিরী এবং বাতিনী সমস্ত হক সহকারে সর্বদা সময়মত পাবন্দির সাথে আদায় করা। এভাবে নামায আদায় করাকে বলা হয়, নামায কায়েম করা। وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ যাকাত আদায় করা। নিসাব পরিমাণ মাল হলে চল্লিশ ভাগের একভাগ আদায় করা। সাথে وَصَوْمِ رَمَضَانَ রমাযান মাসে রোযা রাখা। وَالْحَجِّ আর বাইতুল্লার হজ্ব করা।

আল্লাহর দু'টি শান, জালালী শান ওজামালী শান

এই যে ইবাদত চার প্রকার হলো, নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত। আল্লামা কাসিম নানুতবী রহ. একটি কথা বুঝিয়েছেন যে, নামায আর যাকাত হলো ইবাদত আর রোযা ও হজ্ব ইবাদত না। এইজন্য আল্লাহর আরেকটি নাম হলো মাহবুব, একেবারে পরম বন্ধু। وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ যারা ঈমানওয়ালা তারা সব থেকে বেশি ভালবাসে আল্লাহকে।

একটা হলো হাকেমানা শান আরেকটা হলো মাহবুবানা শান। হাকেমানা শান মানে বাদশাহী শান। আর এটাকে শানে জালালীও বলা হয়। কারণ বাদশাহী হালাত একটু কড়া হয়। কারণ সে বাদশাহ। আর মাহবুবানা শান একটু মিষ্টি হয়। এইজন্য এটাকে শানে জামালী বলা হয়। তো আল্লাহর দু'টি শান, একটা হলো শাহানা শান আরেকটা হলো মাহবুবানা শান। আল্লাহর এই দুই ধরনের অবস্থা। নামায আর যাকাতের মধ্যে আল্লাহর ঐ শানে জালালী প্রকাশ পায়। তিনি যে বাদশাহ, তিনি যে মালিক, তিনি যে হাকেম এই অবস্থাটি নামায আর যাকাতের দ্বারা প্রকাশ পায়। আর আল্লাহ যে মাহবুব, বন্ধু, প্রিয়জন এই শানটি রোযা আর হজ্বের দ্বারা প্রকাশ পায়।

নামায আর যাকাত দ্বারা আল্লাহর শানে জালালী প্রকাশ পায়

কিভাবে প্রকাশ পায়? দেখুন! যখন কোন ব্যক্তি বাদশাহর দরবারে যায় তখন শরীর, জামা-কাপড় ভাল করে পরিষ্কার করে। এরপর আস্তে আস্তে ধীরে-সুস্থে রওয়ানা হয়। এরপর শাহী দরবারে ঢোকার আগে খুব বিনয়ের সাথে ঢোকে এবং সেখানে গিয়ে শোরগোল করে না বরং চুপচাপ অপেক্ষায় থাকে বাদশাহর খাস মজলিসে উপস্থিত হওয়ার জন্য। দেখুন! নামাযের মধ্যে প্রথম আযান হয়। আর আযান মানে বাদশাহর শাহী দরবার খুলে গিয়েছে। শাহী দরবার খোলার এলান হলো, আযান। এই জন্য যে নামাযী সে পাক-সাফ হয়ে নামাযের জন্য তৈরি হয়। আর মসজিদ হলো শাহী দরবার। মসজিদে ঢুকে ডান পা দিয়ে খুব আদবের সাথে। ঢুকে অপেক্ষায় চুপচাপ বসে থাকে এরপর যখন খাস শাহী দরবারে ঢোকার সময় হয় তখন একটা এলান হয় আর তখনই সকলে দাঁড়িয়ে যায়। মানে ইকামত হয়। এরপর শাহী দরবারে ঢুকবে, ঢুকে সমস্ত দুনিয়াকে পিছে ফেলে আল্লাহর বড়ত্বকে প্রকাশ করে, আল্লাহু আকবার বলে হাত উঠিয়ে খাস দরবারে ঢুকে গিয়েছে। এখন ইমাম সাহেব আদবের সাথে হাত বেঁধে দাঁড়ায় এবং মুক্তাদিরাও সকলে দাঁড়ায়।

নামাযকে আল্লাহ এবং বান্দার মাঝে ভাগ করা হয়েছে

এখন সকলের আবেদনগুলো বাদশাহর কাছে দরখাস্তের মাধ্যমে পেশ করতে হবে। এখন সকলে মিলে একজনকে প্রতিনিধি বানিয়েছে আর সে হলো, ইমাম সাহেব। ইমাম সাহেব সকলের পক্ষ থেকে শাহী দরবারে আবেদন পেশ করছে। আবেদন পেশ করার আগে তার কিছু প্রশংসা করতে হয়।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ * الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ * مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ * اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ * اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ * صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ * غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ *

অর্থঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। যিনি পরম করুণাময়, অতিশয় দয়ালু। যিনি প্রতিফল দিবসের মালিক। আমরা শুধুমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সরল সঠিক পথ-প্রদর্শন করুন। তাদের পথ, যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন; তাদের (পথ) নয় যাদের প্রতি আপনার গযব বর্ষিত হয়েছে এবং তাদেরও নয় যারা পথভ্রষ্ট।

বান্দা এই আবেদন পেশ করছে। হাদীসে কুদসীর মধ্যে আল্লাহ বলেন,

قَالَ: اللّٰهُ تَعَالٰى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ: الْعَبْدُ (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ) قَالَ: اللّٰهُ تَعَالٰى حَمِدَنِي عَبْدِي وَإِذَا قَالَ: (الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ) قَالَ: اللّٰهُ تَعَالٰى أَثْنٰى عَلَيَّ عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ: (مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ) قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي – وَقَالَ: مَرَّةً فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي- فَإِذَا قَالَ: (اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ) قَالَ: هٰذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ: (اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ) قَالَ: هٰذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.[১৭]

নামাযকে আমার এবং বান্দার মাঝে ভাগ করেছি এবং আমার বান্দার জন্য রয়েছে তাই যা সে চেয়েছে। বান্দা যখন বলে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তখন আল্লাহ বলেন, حَمِدَنِي عَبْدِي আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। আর যখন বান্দা বলে, (الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ) পরম করুনাময়, অসীম দয়ালু। তখন আল্লাহ বলেন, أَثْنٰى عَلَيَّ عَبْدِي আমার বান্দা আমার গুণগান করেছে। যখন বান্দা বলে, (مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ) বিচার দিবসের মালিক। তখন আল্লাহ বলেন, مَجَّدَنِي عَبْدِي আমার বান্দা আমার মর্যাদা দিয়েছে। যখন বান্দা বলে, (اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ) আয় আল্লাহ! একমাত্র আপনারই গোলামী করি আর একমাত্র আপনারই কাছে সাহায্য চাই। আমি আপনার গোলামী করবো আর আপনি আমাকে সাহায্য করবেন। আল্লাহ বলেন, هٰذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ এটা আমার এবং আমার বান্দার মাঝে চুক্তি আমার বান্দা যা চাবে তাকে তাই দেওয়া হবে। যখন বান্দা বলে, (اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ) আয় আল্লাহ! আমাদেরকে সঠিক রাস্তা জান্নাতের রাস্তা দেখান। (صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) ঐ সমস্ত

---

১৭. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৯০৪

লোকদের রাস্তা যাদেরকে আপনি পুরস্কৃত করেছেন। (غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ) যারা পথভ্রষ্ট অভিশপ্ত তাদের রাস্তা নয়। ইমাম সাহেব এই আবেদন পেশ করলে সকলে সমর্থন করে آمِيْن আমীন বলে।

মুক্তাদী কিরাআত পড়বে না বরং চুপ থাকবে

বাদশাহর সামনে যখন যায় তখন কি সকলে কথা বলে? বলে না। বরং একজন প্রতিনিধি কথা বলে। আর যখন প্রতিনিধি কথা বলে তখন কি সকলে ফিসফিস করে, নাকি কান লাগিয়ে শোনে? আরে! কান লাগিয়ে শোনে। এইজন্য ইমাম সাহেব যখন আমাদের প্রতিনিধি হয়ে আবেদন পেশ করছেন তখন আমরা মুক্তাদীরা কান লাগিয়ে শুনবো নাকি ফিসফিস করব? আমরা কান লাগিয়ে শুনবো এবং চুপচাপ থাকব। কারণ যদিও আমি না শুনি কিন্তু যার কাছে আবেদন করা হচ্ছে তিনি তো শুনছেন। এই জন্য নিয়ম হলো, যখন ইমাম সাহেব পড়বে তখন সকলে চুপ থাকবে। কারণ হাদীসের মধ্যে এসেছে,

انَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.[১৮]

যে ব্যক্তি সূরায়ে ফাতেহা পড়বে না তার নামায হবে না। এটা হাদীসে এসেছে সত্য কিন্তু অন্য হাদীসে এসেছে,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة.[১৯]

যার ইমাম রয়েছে তার ইমামের পড়াই হলো তার নিজের পড়া। ইমামের কিরাআতই হলো তার নিজের কিরাআত। তো যখন ইমামের কিরাআতই তার নিজের কিরাআত হয়ে গেলো তখন আর এই কথা বলা যাবে না যে, কিরাআত পড়েনি। হ্যাঁ কেউ যদি একা একা নামায পড়ে তখন তার কিরাআত পড়তে হবে। অথবা সে ইমাম আর ইমাম যদি সূরায়ে ফাতিহা না পড়ে তাহলে নামায হবে না। মানে ইমামের সূরায়ে ফাতিহা পড়া লাগবে। আর একা একা যে নামায পড়ে তারও সূরায়ে ফাতিহা পড়া লাগবে।

কিন্তু যে মুক্তাদী তার কি সূরায়ে ফাতিহা পড়া লাগবে? এখন বলবো হাদীসে এসেছে, لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. যে সূরায়ে ফাতিহা পড়বে না তার নামায হবে না। আরে হাদীসের মধ্যে এটাও তো এসেছে, من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. যার ইমাম রয়েছে তার ইমামের পড়াই হলো তার নিজের পড়া। ইমামের কিরাআতই হলো তার নিজের কিরাআত। আর কুরআনের মধ্যে স্পষ্ট

১৮. সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৭৫৬

১৯. সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-৮৫০

এসেছে, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَأَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ[২০] অর্থঃ যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা মনোযোগের সাথে তা শ্রবণ করবে এবং নীরব নিশ্চুপ হয়ে থাকবে, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করা হবে।

(তো আল্লাহ বলেন,) যখন কুরআন পড়া হয় তখন তা কান লাগিয়ে শোন এবং চুপ থাক। নামাযের ব্যাপারে এই আয়াত নাযিল হয়েছে। মানে নামাযে যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হয় তখন তোমরা কান লাগিয়ে শুনবে। আর শোনা না গেলে তোমরা চুপ করে থাকবে। তো বুঝে আসলো, যে মুক্তাদী হবে সে চুপ থাকবে। কান লাগিয়ে শুনবে। এ ছাড়াও মুসলিম শরীফের মধ্যে হাদীস এসেছে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا[২১]

ইমাম বানানো হয়েছে অনুসরণের জন্য অতঃপর যখন ইমাম 'আল্লাহু আকবার' বলে তখন তোমরা 'আল্লাহু আকবার' বলো। যখন সে সিজদা করে তখন তোমরা সিজদা করো এবং যখন সে মাথা উঠায় তখন তোমরা মাথা উঠাও। সাথে সাথে হাদীসে এ কথাও এসেছে وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوْا[২২] আর যখন ইমাম কিরাআত পড়ে তখন তোমরা চুপ থাকো। এটা এজন্য বললাম এখানে তো সমস্ত মুসল্লীদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি আবেদন পেশ করছে।

হিদায়াত পেতে চাইলে কুরআনের উপর আমল করবো

তো ইমাম যখন বলে, (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ) আয় আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সঠিক রাস্তা জান্নাতের রাস্তা দেখান। (صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) ঐ সমস্ত লোকদের রাস্তা যাদেরকে আপনি পুরস্কৃত করেছেন। (غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ) যারা পথভ্রষ্ট অভিশপ্ত তাদের রাস্তা নয়। তখন সকলে আমীন! বলে, সমর্থন করলো। আল্লাহ বলেন, ঠিক আছে আপনি যেহেতু এদের প্রতিনিধি এদেরকে শুনিয়ে দিন, এরা হিদায়াত চেয়েছে আর আমি হিদায়াতের জন্য কুরআন নাযিল করেছি। কুরআনের কিছু অংশ পড়ে শুনিয়ে দিন আর বুঝিয়ে দিন যে, তোমরা হিদায়াত পেতে চাইলে কুরআনের উপর আমল করো। তখন ইমাম সাহেব কুরআনের অন্য জায়গা থেকে পড়ে। আবেদন কবুল হয়ে গিয়েছে,

---

২০. সূরা আ'রাফ, আয়াত নং- ২০৪
২১. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৯৪৮
২২. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৯৩২

আবেদন মঞ্জুর হয়ে গিয়েছে। এই কুরআন মানুষকে হিদায়াত করে হিদায়াতের জন্য রাস্তা দেখায়।

এই শাহী দরবারে এত সময় আমলে দাঁড়িয়ে ছিলো। যখন বলে, ঝুঁকে যাও। তখন ঝুঁকে গিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করে। سبحان ربي العظيم যখন রুকুর মধ্যে আল্লাহর প্রশংসা করে তখন ইমাম সাহেব শুভসংবাদ শুনিয়ে দিলো যে, سمع الله لمن حمده আল্লাহ তোমাদের প্রশংসা শুনেছেন এবং কবুল করেছেন, তখন আবার সকলে প্রশংসা আদায় করে, ربنا لك الحمد আয় আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা আপনার জন্য। আপনি আমাদের দু'আ কবুল করে নিয়েছেন। এরপর সিজদায় যায় এবং সিজদা থেকে উঠে।

এইভাবে সকলে মিলে আল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনা পেশ করে। মৌখিক ইবাদত, শারীরিক ইবাদত, মালি ইবাদত পেশ করা হলো বাদশাহর নযরানা। যখন নযরানা পেশ করছে তখন আবার মনে পড়ছে আমরা তো বাদশাহর শাহী দরবারে আসতে পারিনি। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমেই আমরা এই নামায পেয়েছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা মনে পড়েছে তাই সাথে সাথে সালাম পেশ করেছে, السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ সালাম দেয়ার সাথে সাথে মনে পড়েছে যে, তাঁকে তো আমরা সরাসরি পাইনি। পেয়েছি আল্লাহর বান্দাদের মাধ্যমে তখন আবার দু'আ করে, السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ আমাদের উপর আর আপনার নেককার বান্দাদের উপর সালাম। আবার চিন্তা আসলো যে, আমি ইবাদত করছি আল্লাহর, সেখানে অন্যের নাম কিভাবে আসলো? আবার শির্ক হয় কি না? তাই সাথে সাথে বললো, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ এরপর আবার দরূদ পড়ে। এরপর দু'আয়ে মাছূরা পড়ে সালাম ফিরায়। শাহী দরবার থেকে ফিরে আসলো। তো এই নামায আল্লাহর শানে জালালী প্রকাশ করে। আবার বাদশাহকে ট্যাক্স দিতে হয় এজন্য রয়েছে যাকাত। তাই তুমি নামায না পড়লে তোমার সাথে কড়াকড়ি করা হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾

অর্থঃ অতএব যদি তারা তাওবা করে নেয় এবং নামায পড়তে থাকে ও যাকাত দিতে থাকে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই হয়ে যাবে; আর আমি জ্ঞানী লোকদের জন্যে আয়াতসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে থাকি।[২৩] কেউ যদি কুফ্‌র শির্‌ক থেকে তাওবা করে নেয়, আর নামায আদায় করে, যাকাত দেয় তাহলে তাদের সকল গুনাহ ক্ষমা করা হবে । আর যদি নামায না পড়ে, যাকাত আদায়

২৩. সূরা তাওবা, আয়াত নং-১১

না করে তাহলে তাদেরকে ধরা হবে, শাস্তি দেওয়া হবে। তো বুঝে আসলো, নামায আর যাকাত দ্বারা আল্লাহর শানে জালালীর প্রকাশ পায়।

পাঁচটি কারণে মানুষ একে অপরকে ভালবাসে

আল্লাহ তো মাহবুব। মানুষ কাউকে ভালবাসে। তার ভালবাসার কারণ পাঁচটি। **এক নম্বর,** হুসওনী জামাল। অর্থাৎ সৌন্দর্যের কারণে ভালবাসে। তবে সৌন্দর্য দুই প্রকার, এক প্রকার হলো অন্যের চোখে ভাল লাগে। বাস্তবে ভাল না হলেও অন্যের চোখে ভাল লাগাকে হুস্‌ন বলা হয়। আর বাস্তবে সুন্দর হওয়াকে জামাল বলা হয়। লায়লা-মজনুর কথা বলা হয় শুনেন না? লায়লা ততো সুন্দরী ছিলো না কিন্তু মজনুর কাছে সুন্দর লাগতো।

گفت لیلیٰ را خلیفہ کہ توئی ☆ کز تو مجنوں شد پریشاں و غوی۔

از ہمہ خوباں تو افزوں نیستی ☆ گفت خاموش چو تو مجنوں نیستی۔

دیدۂ مجنوں اگر بودے ترا ☆ ہر دو عالم بے خطر بودے ترا۔

খলিফা লায়লাকে বললো, তোমার কারণে মজনু পাগল হয়ে গিয়েছে। তুমিতো অন্যান্য সুন্দরীদের থেকে বেশি সুন্দরী নও– তো মজনু তোমার জন্য কেন পাগল হয়েছে? লায়লা বলে, চুপ থাকো! তুমি মজনু নও। তোমার যদি মজনুর চোখ থাকতো তাহলে উভয় জগত তোমার কাছে মূল্যহীন হয়ে যেত।

তো হুস্‌ন বলা হয়, আমার সামনে ভাল লাগাকে বাস্তবে ভাল না হলেও। আর জামাল বলা হয়, বাস্তবেও ভাল আর লাগেও ভাল। এই জন্য আল্লাহকে জামিল বলা হয় কিন্তু হাসীন বলা যায় না। إن الله جميل আল্লাহ সুন্দর আর আল্লাহর সৌন্দর্য কী পরিমান? দুনিয়ায় যত সৌন্দর্য এগুলো কার সৃষ্টি? আল্লাহর সৃষ্টি। জান্নাতে যত হুর-গেলমান হবে তা কার সৃষ্টি? আল্লাহর। জান্নাতের বালাখানা, অট্টালিকা, উদ্যান, ঝর্না এসব কার সৃষ্টি? আল্লাহর সৃষ্টি। তো আল্লাহ কত সুন্দর? আরে আল্লাহ কত সুন্দর! এটা বর্ণনার ভাষা আল্লাহ কাউকে দেননি। এইজন্য তো আল্লাহ জান্নাতীদেরকে কত হুর-গেলমান দিবেন! তার কত হুর-গেলমান থাকবে, বালাখানা থাকবে, নহর থাকবে, বাগান থাকবে, আনন্দের সবকিছু থাকবে। কিন্তু সব ভোগ করার পরে জান্নাতীরা যখন আল্লাহর দিদার লাভ করবে তখন জান্নাতের সমস্ত নিয়ামত ভুলে যাবে।

দুই নম্বর, মানুষ ভালবাসে গুণের কারণে। আর আল্লাহর গুণাবলী কী পরিমাণ? অসংখ্য। তাহলে সব থেকে বেশি ভালবাসা পাওয়ার যোগ্য কে? আল্লাহ। **তিন নম্বর,** মানুষ ভালবাসে অবদানের কারণে। আর আল্লাহর অবদান কী পরিমাণ? অসীম। তো অবদানের কারণে ভালবাসতে হলে সব থেকে বেশি

ভালবাসা পাওয়ার যোগ্য কে? আল্লাহ। **এক নম্বর,** জামাল। **দুই নম্বর,** কামাল। **তিন নম্বর,** এহসান। **চার নম্বর,** মানুষ ভালবাসে মালের কারণে। আর আল্লাহ কী পরিমাণ মালদার? দুনিয়ার সমস্ত মানুষ আল্লাহর দরবারে ফকির। তো মালের কারণে ভালবাসতে হলে, সব থেকে ভালবাসা পাওয়ার যোগ্য কে? আল্লাহ। **পাঁচ নম্বর,** মানুষ ভালবাসে নিকটবর্তী আর ঘনিষ্ঠ হওয়ার কারণে। আর সব থেকে নিকটবর্তী আর ঘনিষ্ট কে? আল্লাহ। বিদেশে গিয়েছি বিবি কাছে নেই– ফোন করেছি বলে, এ্যাঙ্গেজ আমার জওয়াব দেওয়ার সময় নেই। আরে যেখানেই থাকি আল্লাহর মতো ঘনিষ্ঠ আর নিকটবর্তী আর কেউ নেই। এইজন্য ঘনিষ্ঠতা আর নিকটবর্তী হওয়ার কারণে ভালবাসতে হলে সব থেকে ভালবাসা পাওয়ার যোগ্য কে? আল্লাহ।

রোযা আর হজ্জের দ্বারা আল্লাহর শানে জামালী প্রকাশ পায়

আল্লাহর আরেকটা শান মাহবুবানা শান, وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا أَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ[২৪] আরে যারা ঈমানওয়ালা তারা সব থেকে বেশি ভালবাসে আল্লাহকে। আর যখন ভালবাসা বেশি হয় তখন অবস্থা কী হয়? খাওয়া-দাওয়া একেবারে ছেড়ে দেয়, বিবি-বাচ্চার সাথে সম্পর্ক থাকে না, বাবা-মার সাথে সম্পর্ক থাকে না, ভাই-ব্রাদারের সাথে সম্পর্ক থাকে না। আর ঈমানদার যখন আল্লাহর প্রেমে পড়ে তখন খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেয়। খাওয়া-পান করা বন্ধ, স্ত্রীর কাছে যাওয়া বন্ধ। পরে যখন প্রেম আরো বেড়ে যায় তখন নিজের বাড়ি-ঘর, দেশ ছাড়ে। যেখানে তার মাহবুব সেখানে যায়। যখন যায় তখন পায়ে জুতা থাকে না। মাথায় টুপি থাকে না। চুল এলোমেলো। পোষাকের খবর থাকে না এক খানা গায়ে আরেক খানা পরনে। পাগলের মতো ছুটছে। কোথায় ছুটছে? হজ্জের জন্য। হজ্জে গিয়েছে মাহবুব পায় না। তাঁর ঘর তাঁর নূরের তাজাল্লীর পাশে শুধু পাগলের মতো চক্কর লাগাচ্ছে। আবার সেখান থেকে পাহাড়ে দৌড়াচ্ছে সেখান থেকে আবার আরাফায় সেখান থেকে আবার মুযদালিফায় সেখান থেকে আবার মিনায়, আবার এখানে চক্কর লাগায়।

তো রোযা আর হজ্ব হলো, আল্লাহর মাহবুবানা শান। তো হজ্বের মাস চলছে যারা বাইতুল্লাহর মুসাফির হয়েছে তাদের সকলকে আল্লাহ সহীহ সালামতের সাথে কবুল হজ্ব নসীব করুন। আমীন! এবং আমাদেরকে কবুল হজ্ব কবুল উমরাহ না করিয়ে দুনিয়া থেকে না নিন। আমীন!

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

---

২৪. সূরা বাকারা, আয়াত নং-১৬৫

Cover: Abul Fatah | 01914783567